কলকাতার টাউন হলে বাজেট নিয়ে এক বৈঠকে ব্যবসায়ীদের সাথে উপস্থিত রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। - নিজস্ব চিত্র

হাসপাতালের পরিষেবার মান খতিয়ে দেখতে তদন্তে এলেন রাজ্য স্বাস্থ্যভবনের অধিকর্তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট, ২৮ জানুয়ারি ঃ হাসপাতালের মত জরুরি পরিষেবায় যে আত্মতুষ্টির কোন জায়গা রাখতে চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই হাসপাতালের পরিষেবার মান খতিয়ে দেখতে সরেজমিন তদন্তে ঘুরে গেলেন রাজ্য স্বাস্থ্যভবনের অধিকর্তারা। তাঁরা বিভিন্ন ওয়ার্ড, ব্লাড ব্যাংক, প্যাথলজি বিভাগ এমনকি কিচেনে গিয়ে রোগীদের খাবারের মান পরীক্ষা করে দেখেন। সমস্ত অব্যবস্থা মোবাইল ক্যামেরা বন্দী করে নিয়ে যান তাঁরা। পরিষেবার মানোন্নয়ন যথার্থ মাত্রায় না পৌঁছানোয়, অসন্তোষ প্রকাশ করে গেলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এডমিন ডাঃ সন্দীপ সান্যাল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। শনিবার রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস ডাঃ অদ্বীপ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এডমিন ডাঃ সন্দীপ সান্যাল সহ বিভিন্ন আধিকারিক।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, এদিন তাঁরা হাসপাতালের পরিষেবার মানের তদন্তে আসেন। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁরা হাসপাতালে আসেন। তাঁরা প্রথমেই হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। সেখানে দুর্গন্ধ ও রোগীদের থাকার ছেঁড়া বেড, নোংরা টয়লেট দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ধমকের পাশাপাশি কৈফয়ত তলব করেন। পরে তাঁরা পুরুষ বিভাগ, শিশু সহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। এরপর তাঁরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে ব্লাড ব্যাংক পরিদর্শন করেন। সেখানে রক্ত পরীক্ষার কিছু ভাল ও খারাপ মেশিন যত্রতত্র পড়ে থাকায় কর্মীদের বলেন, এগুলি অবিলম্বে এখান থেকে সরিয়ে ফেলুন। পাশাপাশি রক্ত পরীক্ষার কেমিক্যালও তাঁরা দেখেন। পাশেই থাকা প্যাথোলজি বিভাগে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। সেখানে দেখেন গ্লাভস ব্যবহার করছেন না অনেকে। এছাড়া যেখানে রক্তের নমুনা নেওয়ার পর কাঁচের স্লাইড রাখা হয় সেটাও অপরিস্কার। ঝুল পড়ে আছে আসবাবপত্রে।

ডাঃ সন্দীপ সান্যাল তিনি নিজে হাতে সেই সমস্ত আসবাবপত্র বের করে দেন। সেই সঙ্গে প্যাথোলজিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কেমিক্যাল খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি এখানেও বেশকিছু খারাপ মেশিন সাজিয়ে রাখা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাছাড়া প্যাথোলজিতে আসা রোগীদের নাম, ঠিকানা একটি সাদা কাগজে লিখে রাখা নিয়ে কর্মীদের ধমক দেন। তাঁরা জানতে চান রেজিস্টার আছে কিসের জন্য। সমস্ত অব্যবস্থার ছবি তাঁরা মোবাইল ক্যামেরা বন্দি করেন। অপরিস্কার নিয়েও প্যাথোলজি বিভাগের সুইপারকে ডেকে সর্তক করে বলেন, কাজ না করলে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হবে। একইভাবে ইসিজি বিভাগ ঘুরে দেখেন তাঁরা। হাসপাতালের কিচেন এসে তাঁরা দেখেন মেঝেতে এক ইঞ্চি পুরু ময়লা জমে আছে। এছাড়া পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই। অবিলম্বে এলইডি ল্যাম্প লাগানোর জন্য সুপারকে নির্দেশ দেন। তাছাড়া রোগীদের খাবারে ব্যবহৃত সরষের তেল ও নুন দেখতে চান তাঁরা। যদিও ঠিকাদার নিযুক্ত কর্মীরা তা দেখাতে পারেননি। পরে তিনি ঠিকাদারকে ডেকে পাঠানোর জন্য বলেন। দুপুর দুটো নাগাদ তাঁরা সদ্য নির্মিত মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালও পরিদর্শন করেন। সেখানে ইতিমধ্যে আউটডোর বিভাগ চালু হয়েছে। কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় ইনডোর চালু করা যায়নি। সেখানে বিভিন্ন ওয়ার্ডের রদবদলের কথা বলেন তাঁরা।

পরে সমস্ত বিভাগের ইনচার্জ ও সুপারকে নিয়ে মিটিং-এ বসার আগে ডাঃ অদ্বীপ ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, আমরা সমস্ত কিছুই দেখেছি। একটি রিপোর্টের আকারে সেগুলি স্বাস্থ্য দপ্তরে জমা দেওয়া হবে। হাসপাতাল সুপার সুবোধ মণ্ডল বলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এই স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য যেসমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের বলেছেন সেগুলি ডায়েরিতে নোট করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেগুলি সংশোধন করে নেওয়া হবে। যদিও কর্মীদের একাংশের দাবি, এই হাসপাতালে সমস্ত বিভাগেই প্রয়োজনের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা কম। এরই মধ্যে তারা রোগীদের পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

শিলিগুড়িতে সোনার দোকানে ডাকাতি ধরা পড়ল সিসিটিভিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ পাঁচজনের একটি দল। মাথায় পাগড়ি, গায়ে শীতবস্ত্র, কোমরে রাইফেল। একজনের পিঠের দিকে ঝুলছে ভোজালির মতো কোনও অস্ত্র। দোকানের সাটার তুলে চলছে কোলাপসিবল গেট ভাঙার কাজ। কাজটি করছে চারজন আর পাহারা দিচ্ছে অন্য একজন। প্রকাশ্যে আসা এক সিসিটিভি ফুটেজে এই ছবিই ধরা পড়েছে। আর তাতেই ঘুম উড়েছে শিলিগুড়ি পুলিশের। এক্ষেত্রে অবশ্য কোলাপসিবল গেট ভাঙতে না পেরে ফিরে যেতে হয়েছে দলটিকে। তবে একই কায়দায় শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া বেশ কয়েকটি ছোটো সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে বিগত কয়েকদিনের মধ্যে। আর সেই ঘটনায় চিন্তিত পুলিশ। প্রাথমিক ধারণা পাঁচজনের এই দলটিই শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন সোনার দোকানে চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। দিন কয়েক আগে রাজগঞ্জে একটি ছোটো সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এই দলটিই ওই ঘটনায় যুক্ত বলে সন্দেহ হয় পুলিশের। এরপর একই কায়দায় শিলিগুড়ির দেবীডাঙায় অন্য একটি সোনার দোকানে লুটের চেষ্টা করা হয়। ওই দোকানে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ হাতে আসে পুলিশের। এরপর গত পরশু নকশালবাড়িতে একইভাবে একটি ছোটো সোনার দোকানে ডাকাতি হয়। পুলিশের সন্দেহ প্রতিটি দোকানে চুরির ঘটনার পিছনে এই দলটিই দায়ী।

পুলিশ কর্তাদের দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে পরিস্কার দলটির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। হাতে লাঠি ও তালা ভাঙার সরঞ্জাম রয়েছে। মাথায় পাগড়ি দেখে ধারণা, এরা উত্তরপ্রদেশ বা বিহার থেকে এসেছে। দলটিকে ধরতে তাই এখন জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, এই দলটি বড় সোনার দোকান টার্গেট করছে না। ছোটো সোনার দোকান এবং শহর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত সোনার দোকানগুলিই এদের নিশানায় রয়েছে। কখনও শিলিগুড়ি, কখনও রাজগঞ্জ আবার কখনও বিধাননগরে ঘুরে ঘুরে সোনার দোকান চিহ্নিত করে ডাকাতিতে নামে এরা। ইতিমধ্যে রাতের নিরাপত্তায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে দার্জিলিং জুড়ে। জেলা পুলিশ সুপার অমিত জাভালগি জানান, নকশালবাড়িতে একটি ছোটো সোনার দোকানে ডাকাতি হয়েছিল। আমরা তদন্ত করছি। শিলিগুড়ির দেবীডাঙার সিসিটিভি ফুটেজ আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি দলটিকে ধরতে।

অটো নিয়ন্ত্রণে তারাপীঠে বিশেষ ব্যবস্থা নিল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট, ২৮ জানুয়ারি ঃ যানবাহন নিয়ন্ত্রণে তারাপীঠে আরও একটি বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ শুরু করল তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। একই সঙ্গে অটো চালকদের প্রতারণার হাত থেকে পর্যটকদের বাঁচতে তারাপীঠের বিভিন্ন স্থানে তালিকা টাঙানোর সিদ্ধান্ত নিল পর্ষদ। অটো নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশাসন। সম্প্রতি এই নিয়ে অটো ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠকে বসবে পর্ষদ ও প্রশাসন। যদিও অটো ইউনিয়ন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ব্যবসার ক্ষতি করে এইরকম কোনও সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবে না। তারাপীঠ ঢোকার মুখে তোরণের কাছে ফোর লেন রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। তারাপীঠকে নতুন সাজে সাজাতে উদ্যোগী উন্নয়ন পর্ষদ। তবে দ্বারকা সেতুর উপর অটো দাঁড় করানোর ফলে যানজট হচ্ছে। সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রী তুলছে অটো চালকরা। যার ফলে তারাপীঠে বাড়ছে যানজটের সমস্যা।

অন্যদিকে, পর্যটকদের ভুল বুঝিয়ে জেলার বাকি পাঁচটি তীর্থস্থানে নিয়ে যাচ্ছে অটো চালকরা। ছোটো গাড়িতে দূরের রাস্তা যেতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটছে। গত সপ্তাহে এভাবেই অটোয় তারাপীঠ থেকে বক্রেশ্বরে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক পর্যটকের। তদন্ত করে প্রশাসন জানতে পেরেছে নলহাটি, লাভপুর, সাঁইথিয়া, কঙ্কালিতলা বা বক্রেশ্বরের সঠিক দূরত্ব না জানায় পর্যটকরা বিভ্রান্ত হয়ে অটো চালকদের খপ্পরে পড়ছে। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, দিন কয়েক আগে পর্ষদের বৈঠক হয়। সেখানে তারাপীঠের যান চলাচল নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তারাপীঠের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জেলার অন্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির দূরত্ব লেখা হবে। একই সঙ্গে সেই সমস্ত এলাকার বৈশিষ্ট্য, তার গুরুত্ব টাঙানো হবে।

তৃণমূল প্রভাবিত অটো ইউনিয়নের সভাপতি আবদুর রেকিব বলেন, রামপুরহাট- তারাপীঠের মধ্যে ৩০০'র বেশি অটো চলে। তাদের মধ্যে কিছু অটোর পারমিট আছে গোটা জেলায়। তাছাড়া কেউ বিশেষ পারমিট নিয়ে তারাপীঠের বাইরে যেতে পারে। অটো চালকদের সে নিয়ে সচেতন করা হয়েছে। তবে কোনও অটো চালক যদি বিশেষ অনুমতি নিয়ে বাইরে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু বলার নেই। অন্যদিকে পর্ষদ থেকে জানা গেছে, ফোর লেন রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হলেই ফুলিরডাঙা বাস স্ট্যান্ডে অটো স্ট্যান্ড করা হবে। সেখান থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক অটো কর্মতীর্থের আন্ডার গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলবে।

সীমান্তের মানুষের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে এগিয়ে এল বিএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হিলি, ২৮ জানুয়ারি ঃ সীমান্তে বসবাসকারি মানুষদের সঙ্গে আরও সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে আরও এগিয়ে এলো বিএসএফ। শনিবার হিলি থানার মথুরাপুর বিওপি এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সীমান্তে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ওষুধ প্রদান, স্কুল পড়ুয়াদের পড়ার নানান সামগ্রী ও যুবকদের মধ্যে খেলা-ধূলার সামগ্রী বিতরন করলো ১৮৩ ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা। পাশাপাশি এদিন স্থানীয় গ্রামবাসীদের পাত পেড়ে খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিএসএফের পক্ষ থেকে। ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রায়গঞ্জ সেক্টরের ডিআইজি আমর কুমার এক্কা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ১৮৩ ব্যাটেলিয়নের সি ও টিএন এস রেড্ডি, ১৯৯ ব্যাটেলিয়নের সিও বলবন সিং নেগি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সহ অন্যান্য বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ওষুধ প্রদান, স্কুল পড়ুয়াদের পড়ার নানান সামগ্রী ও যুবকদের মধ্যে খেলা- ধূলার সামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি গ্রামের শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিএসএফের২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে বিএসএফের সি ও টি এন এস রেড্ডি জানিয়েছেন। সীমান্তবর্তী মানুষের সাহায্যে আগামী দিনে আর বেশী করে এমন অনুষ্ঠান করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, বিএসএফের ১১৪ ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে তপন থানার আটিলা বিওপিতেও সীমান্তে বসবাসকারী গ্রামবাসীদের নানা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ সেক্টরের ডিআইজি আমর কুমার এক্কা।

ধূমপান না করায় বেধড়ক মার সহপাঠীদের, ভয়ে জানলা দিয়ে লাফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ ধূমপান করতে চায়নি মিজানুর (নাম পরিবর্তিত)। কিন্তু, হস্টেলের বন্ধুরা জোর করে বিড়ি খাওয়াতে চেয়েছিল। প্রতিবাদ করেছিল ক্লাস ইলেভেনের মিজানুর। তাই তাকে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠল সহপাঠীদের বিরুদ্ধে। ওই ছাত্র জানিয়েছে, সহপাঠীরা তার গলাটিপে ধরে। প্রাণভয়ে জানলা দিয়ে লাফ মেরে কোনওরকমে পালাতে সক্ষম হয় সে। বর্তমানে সে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। গত বুধবার র‍্যাগিংয়ের এই ঘটনাটি ঘটে কদমগাছির আল হালাল মিশনে। ঘটনায় বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানায় ওই হস্টেলের আবাসিক কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মিজানুরের বাবা। কেতুগ্রামের বাসিন্দা মিজানুর।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে সে জানায়, ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে বারাসাতের কদমগাছির আল হিলাল মিশনে ভর্তি হয়। প্রথম থেকে তার উপর অত্যাচার করত হস্টেলের সহপাঠীরা। ব্যাগ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া, খাবার কেড়ে নেওয়া হত তার। প্রতিবাদ করলেই জুটত মার। মিশনের শিক্ষকদের বলে কিছু লাভ হয়নি। গত বুধবার সেই অত্যাচার চরমে ওঠে। ১০ থেকে ১৫ জন ছাত্র তাকে বিড়ি খেতে জোর করে। প্রতিবাদ করলে ঝামেলা শুরু হয়। লাঠি দিয়ে প্রথমে মারধর করা হয় তাকে। আর তারপর গলা টিপে ধরা হয়। প্রাণ বাঁচাতে হস্টেলের জানলা দিয়ে লাফ মেরে বাইরে পালিয়ে আসে সে মিজানুর। এক বন্ধুর সাহায্যে বারাসাত স্টেশন থেকে ব্যান্ডেল হয়ে সালার স্টেশনে আসে। সেখান থেকে বাবাকে ফোন করে গোটা ঘটনা জানায়। বাড়ি গিয়ে শরীর খারাপ হতে শুরু করে মিজানুরের। গতকাল দুপুরে শুরু হয় রক্তবমি। কাটোয়া হাসপাতালে মিজানুরকে ভর্তি করা হয়। মিজানুরের বাবা হুমায়ুন শেখ জানিয়েছেন, এর আগেও তার উপর এইরকম অত্যাচার করত সহপাঠীরা। হস্টেল কর্তৃপক্ষকে সেকথা জানিয়েওছিল মিজানুর। কিন্তু, কোনও পদক্ষেপ নেয়নি কর্তৃপক্ষ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুই কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা, পলাতক অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ২৮ জানুয়ারি ঃ দুই কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। অভিযুক্ত তিনজন প্রতিবেশী যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানার ভোটবাড়ি কৃষিফার্ম এলাকায়। গত ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ভোটবাড়ি এলাকার একাদশ শ্রেণীর দুই ছাত্রী স্থানীয় এক টেলারিং এর দোকানে চুড়িদার বানাতে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে কৃষিফার্ম এলাকায় প্রতিবেশী তিন যুবক তাদের পথ আটকায়। এরপর তাদের দু'জনকে রাস্তার পাশে মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তখন ওই দুই কিশোরীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। অভিযুক্ত তিন যুবক পালিয়ে যায়। যদিও তাদের মধ্যে দু'জনকে চিনে ফেলে কিশোরীরা। এরপর গ্রামে সালিশি সভায় বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, তাতেও না মেটায় গতকাল মেখলিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কোচবিহারের পুলিশ সুপার অনুপ জয়সওয়াল জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছে বাম ও বিজেপি। প্রাক্তনমন্ত্রী তথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা পরেশ অধিকারী বলেন, অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার। ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দধিরাম রায় বলেন, অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা হলে দলের পক্ষ থেকে আন্দোলনে নামা হবে।

বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার বালুরঘাটে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট , ২৮ জানুয়ারি ঃ এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বালুরঘাটে। বালুরঘাট শহরের প্রাচ্যভারতী এলাকার একটি বন্ধ দোকান থেকে উদ্ধার হয় দেহটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তির নাম অজিত ঘোষ। পেশায় সাইকেল মেকানিক ছিলেন তিনি। গত রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় পুলিশ। মৃতদেহটি রাতেই বালুরঘাট হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। গত রবিবার, পারিবারিক সমস্যার জেরে হঠাৎ বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান ষাটোর্ধ্ব অজিতবাবু। এরপর অনেক খোঁজ করেও পাওয়া যায়নি তাঁকে। শুক্রবার রাতে অজিতবাবুর বন্ধ সাইকেলের দোকান থেকে পচা গন্ধ পেয়ে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। দোকানের একটি ফাঁকা অংশ দিয়ে দেখা যায় পা ও রক্তের ছাপ। খবর দেওয়া হয় তার পরিবার ও পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। সাইকেলের দোকান থেকে পুলিশ পচাগলা মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ ও পরিবার উভয়েরই অনুমান মানসিক অবসাদের ফলে আত্মঘাতী হয়েছেন অজিতবাবু। স্থানীয় বাসিন্দা জয় প্রসাদ বলেন, দোকান থেকে পচা গন্ধ পেয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। দোকানের একটি ফাঁকা অংশ দিয়ে ঝুলন্ত দেহ ও রক্ত পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরিবার ও পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। পারিবারিক সমস্যার ফলে এর আগেও বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন অজিতবাবু। তবে আবার ফিরেও আসতেন। তবে এবার আর তেমনটা হল না।

বৃদ্ধাকে বেঁধে ভরদুপুরে বাড়িতে ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ দিনে দুপুরে ডাকাতি জলপাইগুড়ি শহরে। বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধা গীতা সরকারের হাত পা বেঁধে, তাঁকে ঘরে বন্ধ করে রেখে প্রায় ৬ লাখ টাকার সোনার গয়না ও নগদ ১৪ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। গতকাল দুপুরে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি পাহাড়িপাড়ার বাসিন্দা আনন্দময় সরকারের বাড়িতে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। আনন্দময় সরকার পেশায় একজন সরকারি কর্মী। মা, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে পাহাড়িপাড়ার ওই বাড়িতে থাকেন তিনি। গতকাল দুপুরে গীতাদেবী বাড়িতে একাই ছিলেন। পুত্রবধূ পায়েল ছেলেকে স্কুলে থেকে আনতে যান। সঙ্গে ছিল তাঁর আট বছরের মেয়ে। সেই সময় বাড়িতে হানা দেয় দুস্কৃতীরা। বাড়িতে ঢুকে গীতাদেবীর হাত -পা বেঁধে তাঁকে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখে তারা। এরপর আলমারি থেকে সোনার গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। প্রায় ৬ লাখ টাকার গয়না ও ১৪ হাজার টাকা খোয়া গেছে বলে জানা গেছে। এরপর ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন পায়েলদেবী। ঘরের সব জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। এরপর তিনি শাশুড়িকে হাতপা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। জলপাইগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে যান ডিএসপি (সদর) মানবেন্দ্র দাস। জানা গেছে, ওই বাড়ি থেকে চার মাস আগেও চুরি হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যুবককে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠল পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে, ভর্ৎসনা আদাতলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ অভিযোগকারীর সই নকল করে এক যুবককে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠল পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ওই পুলিশ আধিকারিকের নাম অমিতাভ সর্দার। তিনি উলুবেড়িয়া থানার সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। গতকাল ওই পুলিশ আধিকারিককে উলুবেড়িয়া আদালতের বিচারক তীব্র ভর্ৎসনা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, যুবককে ফাঁসানোর পিছনে মদত ছিল তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের। ঘটনার সূত্রপাত ২৩ জানুয়ারি। উলুবেড়িয়া থানার কৈজুড়ি গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা লালমোহন ঘোষের নামে থানায় একটি অভিযোগ করা হয়। বলা হয়, ওইদিন দুপুর ২টো নাগাদ স্থানীয় একটি ক্লাবের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবেশী বিশ্বজিৎ মণ্ডল মদ্যপ অবস্থায় তাঁর কাছ থেকে সোনার হার ও নগদ সাড়ে ৪ হাজার টাকা ছিনতাই করে। পাশাপাশি এলাকায় ব্যবসা করার জন্য তোলা চায়। লালমোহনবাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে ৩৮৬ ও ৩৮৭ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে। ২৫ জানুয়ারি রাতে পুলিশ বিশ্বজিতকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার তাকে উলুবেড়িয়া আদালতে তোলা হয়। বিচারক বিশ্বজিতকে একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। গোটা ঘটনার কথা জানতে পেরে অবাক হয়ে যান লালমোহনবাবু। গতকাল তিনি আদালতে যান। তিনি কোনও অভিযোগই করেননি বলেও জানিয়ে দেন। পুলিশ আধিকারিককে ভর্ৎসনা করে বিচারক বলেন, তদন্ত না করে কী করে এফআইআর- দায়ের করলেন ? কোনও উত্তর দিতে পারেননি অমিতাভবাবু। তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন বলে সূত্রের খবর। এরপর বিচারক বিশ্বজিতকে জামিন দেন। ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারক।

আদালত চত্বরের বাইরে লালমোহনবাবু বলেন, বিশ্বজিৎ আমার ভালো বন্ধু। ওর বিরুদ্ধে আমি কোনও অভিযোগ করিনি। অভিযোগপত্রে কোনও সই করিনি। আমি বাংলাতেই ভালো করে লিখতে পারি না, ইংরেজিতে লিখব কী করে? স্থানীয় সূত্রে অবশ্য অন্য কথা জানা যাচ্ছে।

বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, ২৩ জানুয়ারি ফিস্টকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। ওইদিন ফিস্টে বিশ্বজিতের সঙ্গে লালমোহনও ছিলেন। সেদিন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বিশ্বজিতের কথা কাটাকাটি হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি ছিল, এলাকায় পিকনিক করা যাবে না। এই দাবি মানতে চাননি বিশ্বজিৎ। পরে অবশ্য ঝামেলা মিটে যায়। তবে, এলাকাবাসীর অনুমান, ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়। পুলিশ আধিকারিক তাতে মদত দেন। তবে এই বিষয়ে ওই পুলিশ আধিকারিকের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন জেলা সভাপতি বিপ্লব মিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ শনিবার বিকেলে বালুরঘাট পৌরসভার সুবর্ণতটে দলীয় ভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে বিপ্লব মিত্রের নাম ঘোষণা করলেন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ। নতুন সভাপতি হিসেবে বিপ্লব মিত্রর নাম ঘোষনার পরই তার অনুগামীরা আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। জেলার অন্যান্য নেতৃত্বরা এদিন বিপ্লব মিত্রকে ফুলের তোড়া ও মিষ্টি মুখ করিয়ে সম্বর্ধনা দেয়। তবে এদিনের অনুষ্ঠানে জেলার শীর্ষ নেতৃত্বরা হাজির থাকলেও উপস্থিত ছিলেন না প্রাক্তন সভাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী ও তার ঘনিষ্ট সোনা পাল। তবে তারা দলীয় কাজে বাইরে আছেন বলে সাংসদ অর্পিতা ঘোষ জানিয়েছেন। গত ২৫ তারিখ চিঠি পেলে এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে জেলা সভাপতি পদে বিপ্লব মিত্রের নাম ফের একবার ঘোষণা করেন অর্পিতা ঘোষ। দক্ষিণ দিনাজপুরের তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি পদে ফের ফিরে আসার পর দলকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান বিপ্লব মিত্র।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ জানুয়ারি অঘোষিত ভাবে বিপ্লব মিত্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে পুনরায় সভাপতির দায়িত্ব পান। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি জেলা সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের মাস দুয়েক আগে হঠাৎ তাকে সরিয়ে নতুন জেলা সভাপতি করা হয় তৎকালীন পূর্ত মন্ত্রী শঙ্কর চক্রবর্তীকে। বিপ্লব মিত্রকে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকে দলীয় গোষ্ঠী কোন্দল মাথা চারা দেয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তৃণমূলই ছিল। যার জেরে বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ৬ টি আসনের মধ্যে মাত্র ২ টি আসন পায় তৃণমূল কংগ্রেস। এমনকি বিপ্লব মিত্র ও শঙ্কর চক্রবর্তী দু'জনেই হেরে যায় বাম প্রার্থীদের কাছে। এর পর গোষ্ঠী দ্বন্দ্বও আরও চরমে পৌঁছায়। গোষ্ঠী কোন্দল রুখতে কড়া হুশিয়ারি দেয় রাজ্য নেতৃত্ব । কিন্তু রাজ্য নেতৃত্বের সেই হুশিয়ারি যে জেলা অবধি পৌঁছায় নি তাও পরিস্কার হয়েছে নানা সময় নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলের মাধ্যমে। বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক ভাবে পরাজয়ের পরই জেলা রাজনীতিতে গুঞ্জন চলছিলই যে বিপ্লব মিত্রকে ফের একবার জেলার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। অবশেষে সব জল্পনার অবসান হয় গত ২৫ জানুয়ারি। বিপ্লব মিত্রকে জেলা সভাপতির রাজ্য নেতৃত্বের চিঠি দেন অর্পিতা ঘোষ। মাঝে দু'দিন নানান কারণে সম্ভব না হওয়ায় শনিবার বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতটে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিপ্লব মিত্রর নাম জেলা সভাধিপতি হিসেবে ঘোষণা করেন অর্পিতা ঘোষ। এরপর সাংবাদিক সম্মেলনে বিপ্লব বাবু জানান, পুরানো বিবাদ ভুলে সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলতে হবে। পাশপাশি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে নতুন করে সংগঠন সাজানোর কথা জানান তিনি। হরিরামপুর ও হিলি ব্লক সভাপতির নামও খুব তাড়াতাড়ি ঘোষণা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। গোষ্ঠী কোন্দল ভুলে সবাইকে এক সঙ্গে চলার আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রীকে লাইব্রেরির দাবি জানাল দৃষ্টিহীনরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট, ২৮ জানুয়ারি ঃ দৃষ্টিহীনদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাজির ছিলেন মন্ত্রী। আর মন্ত্রীকে হাতের কাছে পেয়ে একটি লাইব্রেরি দাবি করল দৃষ্টিহীনরা। সেই দাবি পূরণে রামপুরহাটে দৃষ্টিহীনদের জন্য একটি ব্রেইল পদ্ধতির লাইব্রেরি গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন পরিসংখ্যান মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, মহকুমাশাসককে আগামী সোমবারের মধ্যে পরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত খরচ পাঠাতে বলা হয়েছে।বিধায়ক এলাকা তহবিল থেকে লাইব্রেরি গড়ে তোলা হবে। মহকুমাশাসক সুপ্রিয় দাস বলেন, মন্ত্রীর নির্দেশের পর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সোমবারই লাইব্রেরি তৈরির উদ্যোগ শুরু হবে। প্রসঙ্গতঃ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দৃষ্টিহীনদের স্কুল থাকলেও, তাদের পড়াশোনার জন্য সেরকম ভাবে লাইবেরি গড়ে তোলার উদ্যোগ এযাবৎ নেওয়া হয় নি । ছাত্রদের ভাল ফলাফলের জন্য কলকাতার বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যবইয়ের সব লেখা পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে কলকাতায় গিয়ে রেকর্ড করা পাঠ্য তাদের সংগ্রহ করতে হয়। তাছাড়াও শুধু স্কুলের পাঠ্যের বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনকারীরা নিজেদের তৈরি করার জন্য একটা লাইব্রেরির দাবি জানাচ্ছিলেন দীর্ঘদিন। শনিবার রামপুরহাট রামকৃষ্ণ দৃষ্টিদীপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাজির হন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি লাইব্রেরির দাবি করেন দৃষ্টিহীন পড়ুয়ারা। মন্ত্রী ছাত্রদের মাঝেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তাদের দাবি পূরনের প্রতিশ্রুতি দেন। আশিসবাবু বলেন,তার বিধায়ক এলাকার যতটুকু টাকা বেঁচে আছে তাতে না কুলালে বিভাগীয় মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা সাহেবের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের মনের ইচ্ছে পূরনে উদ্যোগী হবেন তিনি।তাই অনুষ্ঠান শেষে মহকুমাশাসককে তিনি লাইব্রেরি তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। মহকুমাশাসক সুপ্রিয় দাস বলেন,একটি উন্নতমানের লাইব্রেরি ছাত্রদের ওই স্কুলেই তৈরি করা হবে। সেখানে শুধু ছাত্রাবাসের বা স্কুলের ছাত্ররা নয়, যারা ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়তে অভ্যস্থ তাদের সকলেই ওখানে পাঠের আনন্দ নিতে পারবেন।

পালালো বন্দি, সাসপেন্ড দুই কারারক্ষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ২৮ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারের জেলা সংশোধনাগার থেকে তিনজন বাংলাদেশি বন্দি পালানোর ঘটনায় দু'জন কারারক্ষীকে সাসপেন্ড করল কারাদপ্তর। বনকুমার বর্মন ও বিনয় দাস নামে দু'জন কারারক্ষীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জানা গেছে, যে এলাকা দিয়ে ওই তিন বন্দি পালিয়েছে সেই এলাকার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা। এর পাশাপাশি সংশোধনাগারের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কোচবিহার জেলা সংশোধনাগার থেকে পালিয়ে যায় আবদুল রশিদ, আবদুল হামিদ ও আশরাফুল নামে তিনজন বাংলাদেশি বন্দি। সংশোধনাগারের ভিতরে জমা জল বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য যে নর্দমা আছে, সেই নর্দমার শিক বেঁকিয়ে পালিয়ে যায় বন্দিরা। যদিও পরে শুটখাবাড়ি এলাকা থেকে একজন বন্দিকে ধরা হয়। বাকি দু'জন অধরা। ঘটনার পরের দিন তদন্তের জন্য কোচবিহারে আসেন কারাদপ্তরের নর্থবেঙ্গলের এডিজি কল্যাণকুমার প্রামাণিক। সেদিনই পাঁচজন কারারক্ষীকে শোকজ করেন তিনি। তাদের মধ্যে বনকুমার বর্মন ও বিনয় দাসকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

SOUTH INDIA PROJECTS LIMITED
Regd. Office: 5 & 6, Fancy Lane, 8th Flr., Kolkata-700001, West Bengal
Tel: 033-40069762 / 9740, Fax: 033-40069762
CIN: L45209WB1981PLC034342
Email id: southindiaprojectslimited@gmail.com
Website: www.southindiaprojectslimited.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the meeting of the Board of Directors of South India Projects Limited ("the Company") will be held on Monday, February 06, 2017 at the Registered Office of the Company to consider and take on record the Unaudited Financial Results and Limited Review Report of the Company for the Quarter ended 31st December, 2016.
This information is also available on the website of the Company i.e. www.southindiaprojectslimited.in and on the website of the Stock Exchange where the shares of the company are listed i.e. bseindia.com.
For South India Projects Limited
Sd/-
Jagan Mohan Reddy Thumma
Director
Place : Kolkata
Date : 29.01.2017

NIT No.07/ B.Ar.D of 2016-2017 is invited by the Executive Engineer, Barasat Arsenic Division, P.H.E.Dte.,AB-30/1, Prafulla Kanan, Krishnapur, Kolkata-101.,from the reputed and resourceful agencies for different works. The detailed information will be available in the website www.wbphed.gov.in as well as in the office notice board.
Sd/-Executive Engineer
Barasat Arsenic Division
Public Health Engineering Dte.

ABRIDGE NOTICE
N.I.T.No:-05/2016-2017 of Karimpur(A-M)Sub-Division Karimpur, Nadia Sealed tenders are hereby invited by the Assistant Engineer (A-M), Karimpur (A-M) Sub-Division, Karimpur, Nadia for Repairing & maintenance of RCC pipe line and Spout chamber of Nischintapur RLI Scheme Under Karimpur (A-M) Sub-Division.Last Date for submission of Application is 08/02/2017 Details will be available from the office of the undersigned during office hours.
Sd/-Assistant Engineer(A-M)
Karimpur(A-M) Sub-Division
Karimpur, Nadia